Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৪ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। বুধবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯২ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

একরাতের সঙ্গী হিসেবে শাহরুখকে চান গোবিন্দাঘরনি সুনীতা

আপাতত ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয় থাকছে অভিষেকেরই !

জাহাজ লক্ষ্য করে ধেয়ে এল টর্পেডো ! হরমুজের কাছে ফের মৃত্যু ভারতীয় নাবিকের

৩ মাস পেরিয়ে গিয়েছে', এনসিপিআই সাংসদদের পদ নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত চায় সুপ্রিম কোর্ট

শিল্পবার্তা নিয়ে শুভেন্দুর মুখে বুদ্ধদেবের প্রশংসা, তুলোধোনা মমতাকে

জ্ঞানেশকে গ্রেফতার করতে হবে

ভোট লুটে বিজেপিকে জিতিয়েছে দাবি মমতার

নয়া জামানা ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেফতার করতেই হবে! নির্বাচন কমিশনের বিরোধ নিয়ে যে খবর প্রকাশ্যে এসেছে সেই ইস্যুতে স্পষ্ট দাবি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার ফেসবুক ভিডিও বার্তায় তিনি কমিশনের ঘটনা নিয়ে সরব হন।একাধিক ইস্যুতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বাকি দুই কমিশনারের বিবাদ হয়েছিল বলে খবর এসেছে। সেই নিয়ে এখন তোলপাড় দেশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রেক্ষিতে দাবি, একমাত্র বিজেপির হয়ে কাজ করাই নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য। আর আজ সেটাই গোটা দেশের সামনে বেআব্রু হয়ে গেছে। মমতার দাবি, সর্বপ্রথম তাঁরাই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট চেয়েও চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।কমিশন সংক্রান্ত ইস্যুতে আরও বড় দাবি করেন মমতা। তিনি পরিষ্কার করে জানান, জ্ঞানেশ কুমারের জন্যই বিজেপি ২০২৪-এ জিতেছে, ২০২৫ ও ২০২৬-এ যত ভোট হয়েছে তাতেও কমিশনের জন্যই জয় পেয়েছে তারা। এমনকী ২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটেও কমিশনের সাহায্যে লুট করে বিজেপি জয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাই মমতার দাবি, যেসব ভোটারদের নাম বাদ গেছে, তাদের নাম সমস্ত পুরনো তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি জিতেছে, সেই রাজ্যগুলিতে আবার পুরনো ভোটার তালিকায় ফের ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার ডিআইজি পদে থাকা সীমা খান্না ও কমিশনের ত্রুটিপূর্ণ সফটওয়্যারের ভূমিকা নিয়েও এখন চর্চা শুরু হয়েছে। সে নিয়েও সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, কাউন্টিং পুরোটাই হাইজ্যাক করেছিল বিজেপি। সীমা খান্নার ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে হবে। তাঁকে প্রথম এক্সপোজ করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসআইআর-এর নতুন মানে ব্যাখ্যা করেন। মমতার মতে, এটি এখন - স্পেশ্যাল ইনসেন্টিভ ফর রুলিং পার্টি !জ্ঞানেশ কুমারকে ফের একবার আক্রমণ করে মমতা বলেন, যাঁর ভ্যানিশ হওয়ার দরকার সে ভ্যানিশ হলেই বিজেপির সব শেষ হয়ে যাবে। এই চেয়ারটা ওঁর জন্য নয়। এসআইআরের নামে ইভিএম দখল করে, হাইজ্যাক করে জ্ঞানেশ কুমাররা বিজেপিকে জিতিয়েছে।এই ক্ষেত্রেই সীমা খান্নার নাম নিয়ে সরব হন মমতা। বলেন, তাঁর যাঁরা মদতদাতা তাঁদের গ্রেফতার দরকার।আসলে ২৬-এর নির্বাচনের অনেক আগেই সীমা খান্নার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করেছিলেন, উনি (সীমা খান্না) নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, কমিশনের অ্যাপে গোলযোগ আছে। অভিষেকের অভিযোগ ছিল, এসআইআর-এ কমিশনের অ্যাপ ব্যবহার করে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাই মূল কলকাঠি নেড়েছিলেন। অভিষেকের আক্রমণের প্রায় এক মাস পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নিশানাতে ছিলেন সীমা। তাঁর দাবি ছিল, এআই দিয়ে কাজ করে ৫৮ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছেন সীমা খান্না। এদিকে উনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন, বিজেপির আইটি সেলের। সেই প্রসঙ্গই এখন আবার ফিরে এল। ইতিমধ্যে কমিশনের এই ইস্যুতে আবার একবার জোট-বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, গণজাগরণ হওয়া উচিত। আঞ্চলিক সব দল, ইন্ডি-জোটকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।

শিল্পায়নের লক্ষ্যে জমি বিতরণ

পুজোর আগেই নয়া শিল্পনীতির ঘোষণা

নয়া জামানাঃ রাজ্যে শিল্পায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এক মিলন মেলায় জমি বিতরণের অনুষ্ঠান থেকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, পুজোর আগেই রাজ্য সরকার নতুন শিল্পনীতি প্রকাশ করবে।শিল্পপতিদের বাংলায় বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে তিনি জানান, হুমকি বা তোলাবাজির অভিযোগ জানাতে ১৫৫-৩৩৫ নম্বরে টোল ফ্রি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে, যেখানে অভিযোগ পেলেই সরকার ব্যবস্থা নেবে।অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্প-পরিবেশ প্রসঙ্গে বাম আমল ও পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার, দুই আমলকেই একযোগে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, সিপিএমের আমলে শিল্পের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছিল, আর তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি-নীতিবিরোধী অবস্থানের কারণেই সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠী

রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্পায়নের চেষ্টাকেও তিনি স্বীকৃতি দেন, তবে দলীয় অবস্থানকে দায়ী করেন।পূর্বতন তৃণমূল সরকারের শিল্পনীতিরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সে সময় শিল্পে বিনিয়োগ টানার বদলে শুধু ভাতা-নির্ভর নীতি নেওয়া হয়েছিল এবং শিল্প স্থাপনে প্রণোদনা বা ইনসেন্টিভ ব্যবস্থাই তুলে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার এই খাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গড়েছে বলে জানান তিনি।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আম্বানি গোষ্ঠী রাজ্যে পাঁচ থেকে ছয়টি ক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী এবং শীঘ্রই তাদের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসছে। বৃহস্পতিবার গৌতম আদানির হাসপাতাল প্রকল্পের ভূমিপুজো হতে চলেছে, এবং কেন্দ্রীয় উড়ান প্রকল্পে সই হবে আগামী সপ্তাহে। কলাইকুণ্ডা, বালুরঘাট, পুরুলিয়া-সহ রাজ্যে মোট পাঁচটি নতুন বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান।বুধবারের অনুষ্ঠানে ৩৩টি শিল্প সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করা হয়। সরকারি দাবি অনুযায়ী, এর ফলে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং প্রায় ৬২ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সেমিকন্ডাক্টর, প্রতিরক্ষা, সৌরশক্তি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ওষুধ, ইস্পাত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, বস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং; এই খাতগুলিতে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানান, ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করতে পারেন এবং সময়সীমা পেরোলে জমি ফেরত নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি না হয়।

পুজোর আগেই সস্তা হবে চিনি-পেঁয়াজ জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা ঃ পুজোর আগেই চিনি ও পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আনার ঘোষণা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেট-সহ মহকুমা এলাকার আরও দুটি বাজার পরিদর্শন করেন তিনি। উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এই বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।শিলিগুড়ির এই ঐতিহ্যবাহী বাজারে এক প্রশাসনিক বৈঠক করেন মন্ত্রী, যেখানে কৃষি বিপণন দপ্তরের সচিব অভিনব চন্দ্র, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক্কর, মহকুমাশাসক তথা রেগুলেটেড মার্কেটের সচিব বিকাশ রুহেলা এবং স্থানীয় পাইকারি ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন প্রায় ২০০টিরও বেশি ট্রাকে এই বাজারে শাক-সবজি, ফল ও মাছের কেনাবেচা হলেও নিকাশি ব্যবস্থা বিকল থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে ভোগান্তি

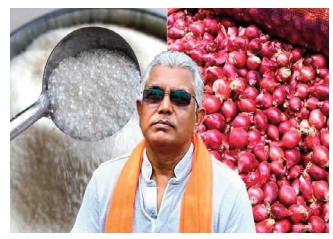

হয় বলে জানা যায়। মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৫০টি বাজারের সংস্কার হবে, যার মধ্যে থাকবে শিলিগুড়ির এই বাজারও। নর্দমা সংস্কার, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, রবিবারের হাটে চাষিদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা, সোলার প্যানেলে আলো-বিদ্যুৎ এবং পৃথক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পুরনিগমকে অর্থ দিয়ে বর্জ্য অপসারণ করতে হলেও নতুন পরিকল্পনায় বাজারের ভেতরেই জৈব সার তৈরির কেন্দ্র এবং প্লাস্টিক-থার্মোকলের মতো অজৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের আলাদা প্লান্ট গড়া হবে। দূরাগত ট্রাকচালক ও খালাসিদের বিশ্রামের জন্য বহুতল নির্মাণ এবং পাহাড়ের ফল ও দক্ষিণবঙ্গের সবজি সংরক্ষণে মাল্টিপারপাস কোল্ডস্টোরেজেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যানজট এড়াতে একমুখী যাতায়াত ব্যবস্থারও প্রস্তাব রয়েছে।পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্ত্রী জানান, পুজোর আগেই নাফেডের মাধ্যমে নাসিক থেকে আনা পেঁয়াজ ৩৫ টাকা কেজি দরে খুচরো বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একইভাবে পোস্তা-সহ কলকাতার বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনার পর চিনির দামও নিয়ন্ত্রণে এসেছে, চলতি মাসেই উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যজুড়ে চিনি ৫০ টাকা বা তার কমে মিলবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে নকশালবাড়িতে সিএডিসি ফার্ম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 2

বাংলা ও বাঙালির প্রাণের পল্লীকবি জসিমউদ্দিন

এম এ নাসের

বাংলা ও বাঙালির কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, লেখক, গ্রামীণবাংলার কবি, ‘পল্লীকবি’, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কবি, বাংলা সাহিত্যের এক জলন্ত নক্ষত্র, যার কলমে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি সুললিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । তার লেখনীতে পল্লী মেলার গান, পালাগান, গাজীর গান এবং গ্রামীণ উৎসবের রঙিন চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে । তার গীতি কবিতা বাংলার লোকসংগীত রূপে খ্যাত । জসিমউদ্দিনের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বেশি চির্চিত হয়েছে । ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ এবং জন বাদিয়ার ঘাট’ গ্রন্থ দুটি আজকেও প্রাসঙ্গিক । এই দুই গ্রন্থে প্রেম, বিয়োগান্তক ঘটনা, গ্রামীণ জীবনের চিত্র জীবন্ত রূপ নিয়েছে । রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কাব্যে প্রধান মৌলিক কবি জসিমউদ্দিন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন । মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন মোল্লা তার প্রকৃত নাম হলেও তিনি জসিমউদ্দিন নামে বহুল পরিচিত । পৈতৃক আবাস ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম । পিতা আনসারউদ্দিন মোল্লা ছিলেন স্কুল শিক্ষক । মাতা আমিনা খাতুন ওরফে রাঙাছুট ।

জসিমউদ্দিন ফরিদপুর ওয়েলফেয়ার স্কুল, ফরিদপুর জেলা স্কুলে পাঠচর্চা করেন । ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে বি. এ., ১৯৩১ সালে এম. এ. পাশ করেন ।

১৯৩১- ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত, দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গী হয়ে সাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে জসিমউদ্দিনের কর্ম জীবন শুরু হয় । তিনি পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংগ্রাহক হিসেবে দশ হাজারের অধিক লোক সংগীত সংকলনে জারি গান,মুর্শিদা গান অন্তভূক্ত হয়েছে । ১৯৩৩ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী পদে সংযুক্ত হন । ১৯৩৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে আসীন হন । ১৯৪৪ সালে তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরে চাকরিতে যোগ দেন । তিনি ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করে ১৯৬২ সালে অবসর নেন । ১৯৬৯ সনে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে শোভিত হন ।

'নকশী কাঁথার মাঠ' জসিমউদ্দিনের রচনায় বাংলার গ্রামীণ জীবন, প্রেম, বিরহ, মৃত্যুর কাহিনীতে রূপাই ও সাজুর চরিত্রের প্রেমকাহিনী পাঠকের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে । এছাড়া বাংলার মেঠোপথ, পুকুরপাড়, ধানখেত কাঁথার নকশার মতো উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে । এই কবিতায় কাঁথার নকশা সাজুর ভালোবাসা, স্মৃতি,দুঃখ-কষ্টের অনুতাপ, রূপাইকে সাজুর সেলাই যুক্ত নকশী কাঁথা প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করেছে । স্মারক হয়ে উঠেছে সোজন বাদিয়ার ঘাট’ রচনায় জসিমউদ্দিন গ্রামীণ প্রেমে সামাজিক বৈষম্য এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বৃত্তান্ত আছে । এখানে মানুষের অন্তর্দহন, প্রকৃতির উচ্ছাসময়ে ছয়টি পর্বে নমুদের কালো মেয়ে, নীড়, পলায়ন, পূর্ব্বরাগ, বেদের বহর, বেদের বসাতি ও নদী, মাঠ, ধানখেত, শাপলা-ফুলের সৌন্দর্য, কাক ডাকার ভোর চিত্রময় হয়েছে । বাংলার নদী, মাঠ, বৃষ্টিময় মেঠোপথ ও গ্রামের সুনালী সন্ধ্যার দৃশ্য ফুটে উঠেছে । জসিমউদ্দিনের গানে কৃষকের জীবন, গ্রামীণ উৎসব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্থান পেয়েছে । বাংলার বিখ্যাত লোক সংগীতের গায়ক আব্বাসউদ্দিন যৌথভাবে লোকগীতি ভাটিয়ালী ধারার সৃষ্টি করেন । তিনি কবি গোলাম মোস্তফার সহযোগিতায় ইসলামিক সংগীত রচনায় প্রভাবিত হন । এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বহু দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন ।

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ রাখালী (১৯২৭), নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), হাসু (১৯৩৮), রুপবতি (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫১), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬), সখিনা (১৯৫৯), সুচয়নী (১৯৬১), ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৬২), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), হলুদ বরণী (১৯৬৬), জলে লেখ ন (১৯৬৯), পদ্মা নদীর দেশে (১৯৬৯), কাফনের মিছিল (১৯৭৮), মহরম,দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি (১৯৮৭) প্রভৃতি ।

নাটক পদ্মাপার (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মেয়ে (১৯৫৯), ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮), আসমান সিংহ (১৯৮৬) প্রভৃতি । আত্মকথা যাদের দেখেছি ((১৯৫১), ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় (১৯৬১), জীবন কথা (১৯৬৪), স্মৃতিপট (১৯৬৪), স্মরণের সরণী বাহি (১৯৭৮) প্রভৃতি । উপন্যাস বোবা কাহিনী (১৯৬৪) । ভ্রমণ কাহিনী চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরির দেশে (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮), জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫) । সঙ্গীত রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), গাঙের পাড় (১৯৬৪), জারি গান (১৯৬৮), মুর্শিদী গান (১৯৭৭) । অন্যান্য বাঙালির হাসির গল্প ১ম খন্ড (১৯৬০), ২য় খন্ড (১৯৬৪), ডালিমকুমার (১৯৮৬) প্রভৃতি ।

গানের শিরোনাম তকাজল ভ্রমরা যেদ, আমার সোনার ময়না পাখি, আমার গলার হার খুলে নে, আমার হার কালা করলাম রে, আমায় ভাসাইলি রে, আমায় এতো রাতে, কেমন তোমার মাতা পিতা, নদীর কূল নাই কিনার নাই, ও বন্ধু রঙিলা, রঙিলা নায়ের মাঝি, নিশে যাইও ফুলবাণে, ও ভোমরা, ও বাজান চল যাই মাঠে লাঙল বাইতে, প্রানো শখি রে ঐ শুনে কদম্ব তলে, ও আমার দরদি আগে জানলে, বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে, বালু চরের মেয়া, বাদল বাঁশি ওরে বন্ধু, গাঙ্গের কুলরে গেলো ভাঙিয়া, ও তুই যারে আঘাত হানলিরে মনে, ও আমার গহীন গানের নায়া ও আমার বন্ধু বিনুধিয়া ।

অনুবাদ জসিমউদ্দিনের তনকশী কাঁথার মাঠদ কাব্যটি স্মৃদি ফিল্ড অব এমব্রয়ডার্ড কুইল্টদ, বাঙালির হাসির গল্প গ্রন্থটি ফোক টেল্স অফ্ ইষ্ট পাকিস্তান নামে ইংরেজিতে ভাষান্তর হয়েছে ।

বিশেষ পুরস্কার প্রেসিডেন্টস এওয়ার্ড ফর প্রাইড অফ পারফরম্যান্স, পাকিস্তান (১৯৫৮), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট , ভারত (১৯৬৯), ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন । একুশে পদক, বাংলাদেশ (১৯৭৬) ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ১৯৭৮ (মরণোত্তর) দেওয়া হয় । ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ বিখ্যাত পল্লীকবি বাংলাদেশের ঢাকায় পরলোকে পাড়ি দেন । তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ফরিদপুর জেলার আম্বিকাপুর গ্রামে তার পিতামহীর কবরের পাশে সমাহিত করা হয় ।গোবিন্দপুরে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে তার জন্মদিন উপলক্ষে জসিমমেলা উদযাপন হয় । বহু মানুষের সমাগম হয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের নামকরণ কবির নামে করা হয়েছে ।

বাংলা ও বাঙালির কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, লেখক, গ্রামীণ বাংলার কবি, ‘পল্লীকবি’, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধুনিক কবি, বাংলা সাহিত্যের এক জলন্ত নক্ষত্র, যার কলমে গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতি সুললিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । তার লেখনীতে পল্লী মেলার গান, পালাগান, গাজীর গান এবং গ্রামীণ উৎসবের রঙিন চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে । তার গীতি কবিতা বাংলার লোকসংগীত রূপে খ্যাত । জসিমউদ্দিনের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট বেশি চির্চিত হয়েছে । ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ এবং জন বাদিয়ার ঘাট’ গ্রন্থ দুটি আজকেও প্রাসঙ্গিক । এই দুই গ্রন্থে প্রেম, বিয়োগান্তক ঘটনা, গ্রামীণ জীবনের চিত্র জীবন্ত রূপ নিয়েছে । রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কাব্যে প্রধান মৌলিক কবি জসিমউদ্দিন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশের ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন । মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন মোল্লা তার প্রকৃত নাম হলেও তিনি জসিমউদ্দিন নামে বহুল পরিচিত । পৈতৃক আবাস ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম । পিতা আনসারউদ্দিন মোল্লা ছিলেন স্কুল শিক্ষক ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 3

বাংলার অভিশাপ লেগেছে সারা দেশে বিজেপির অবস্থা খারাপ কমিশন ইস্যুতে অভিষেক

নয়া জামানাঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে কমিশনের অন্দরে মতবিরোধের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারের ফর্ম পরিবর্তন, ভোটার-তথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং পশ্চিমবঙ্গে ভোটারের নাম পুনর্বহাল সংক্রান্ত আপিল একাধিক বিষয়ে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে বলে খবর। এই আবহে বিদেশ থেকে চোখের চিকিৎসা করিয়ে দেশে ফিরেই নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা
সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের দাবি, সাংবিধানিক পদে পছন্দের ব্যক্তিদের বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁর কথায়,যাঁদের সাংবিধানিক পদগুলিতে বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা নেমেছিল, আগামী দিনে তাঁদের সকলকে শ্রীঘরে থাকতে হবে।নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।
অভিষেক বলেন, যদি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের, মনোনীত লোক ওই পদে বসে, তাহলে তিনি তো প্রধানমন্ত্রী আর বিজেপি নেতার জন্যই কাজ করবেন। তাঁর কটাক্ষ, দ্য ক্যাট ইজ আউট অফ দ্য ব্যাগ। বাংলার অভিশাপ লেগে গেছে। এসআইআর প্রসঙ্গেও সরব হন অভিষেক। ভোট দিতে না পারা মানুষ, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো এবং ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়ায় হয়রানির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, তাদের অভিশাপ লেগেছে। এটা বৃথা যাবে না।
তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বহু-সদস্যের সাংবিধানিক সংস্থায় অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
কমিশনের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছে এবং আংশিক তথ্য প্রকাশ করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র সংরক্ষণে জোর ডিজিটাইজেশনের নির্দেশ লালবাজারের

নয়া জামানাঃ কলকাতা পুরসভা থেকে বাজেয়াপ্ত করা প্রায় ৭০ হাজার জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র দ্রুত স্ক্যান এবং ডিজিটাইজ করার নির্দেশ দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের সমস্ত ডিভিশনের ডিসিদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে,
ডিজিটাইজেশন ও স্ক্যানিংয়ের কাজ শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তর এবং ১৬টি বরো অফিস থেকে এই বিপুল সংখ্যক শংসাপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সিপির চার পাতার নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ওয়েবেলের সহযোগিতায় দ্রুত ওই নথিগুলি স্ক্যান করে ডিজিটাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজের জন্য কলকাতা পুলিশের কম্পিউটার সেলের ওসি এবং যুগ্ম কমিশনার (এপি) বৈভব তেওয়ারিকে ওয়েবেলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সিপি। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল সরকারের আমলে ইস্যু করা জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রগুলি যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এসআইআর পর্বে ইস্যু হওয়া শংসাপত্রগুলির একটি অংশ নতুন সরকারের নজরে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই পুরসভা থেকে বাজেয়াপ্ত করা নথিগুলির ডিজিটাল সংরক্ষণ ও পরবর্তী যাচাই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।গত ২৩ জুলাই স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নির্দেশের পর কলকাতা পুলিশ জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। সদর দপ্তর ও বিভিন্ন বরো অফিস থেকে সংগৃহীত নথিগুলির সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত তথ্য যাচাইয়ের লক্ষ্যেই এবার স্ক্যানিং ও ডিজিটাইজেশনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দফতরে বসেই কাজ করুন

অগ্নিমিত্রা-শারদ্বতকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা,কলকাতাঃ রাস্তায় ঘুরে কাজ করার পাশাপাশি এবার দফতরে বসে প্রশাসনিক কাজে আরও বেশি মন দেওয়ার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখে াপাধ্যায়কে এই পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে সূত্রের খবর। দুই মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময়ই তাঁদের দফতরে বসে নিয়মিত কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি।মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর থেকেই অগ্নিমিত্রা পালকে কলকাতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছে। রাস্তার অবস্থা, বেআইনি পার্কিং, ফুটপাথ ব্যবহার থেকে শুরু করে শহরের পরিচ্ছন্নতা বিভিন্ন বিষয়ে সরেজমিনে নজর দিয়েছেন তিনি। তাঁর এই সক্রিয়তা যেমন প্রশংসা পেয়েছে, তেমনই কয়েকটি ঘটনাকে ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। ফুটপাথে এক মহিলার শিশুর জন্য দুধ গরম করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিমিত্রার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরে দুর্ঘটনার আশঙ্কার কথা জানিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন পুরমন্ত্রী।অন্যদিকে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কেও বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করতে দেখা গিয়েছে। সেখানেও নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

খাম প্রতীক নিয়ে আইএসএফের মামলা কমিশনের কাছে রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

উপনির্বাচনের আগে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক খাম হাতছাড়া হওয়ায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। একই প্রতীক কীভাবে দুটি রাজনৈতিক দলকে বরাদ্দ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত।

নয়া জামানাঃ উপনির্বাচনের আগে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক খাম হাতছাড়া হওয়ায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। একই প্রতীক কীভাবে দুটি রাজনৈতিক দলকে বরাদ্দ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্টও তলব করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ফের মামলাটির শুনানি হবে। ২০২১ সালে আব্বাস সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আইএসএফের আত্মপ্রকাশ। দলের নেতৃত্ব বর্তমানে তাঁর ভাই নওশাদ সিদ্দিকীর হাতে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় থেকে খাম প্রতীকে জয়ী হন নওশাদ। পরবর্তী পঞ্চায়েত, লোকসভা এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও এই প্রতীকেই লড়েছে আইএসএফ। চলতি বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে স্থায়ী প্রতীকের জন্য কমিশনের কাছে আবেদনও করেছিল দলটি। তবে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ৬ অক্টোবরের উপনির্বাচনের আগে কমিশন আইএসএফকে আলমারি প্রতীক বরাদ্দ করে। অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস-কে দেওয়া হয় খাম প্রতীক। এর পরেই প্রতীক ফেরানোর দাবিতে কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা করেন নওশাদ। আইএসএফের হয়ে শুনানিতে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে আইএসএফ খাম প্রতীক ব্যবহার করছে। একই প্রতীক অন্য একটি দলকে দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কমিশনের তরফে জানানো হয়, আইএসএফ স্বীকৃত রাজনৈতিক দল নয় এবং খাম সংরক্ষিত প্রতীক নয়। সেই প্রেক্ষিতেই আদালত জানতে চায়, একই প্রতীক নিয়ে দুটি দল কীভাবে নির্বাচনে লড়বে। বিষয়টি স্পষ্ট করতে কমিশনের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত।

বাংলায় বিজেপির ভরসা সুনীল বনশলই

বহাল কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক পদে

নয়া জামানাঃ বাংলায় আসন্ন নির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে পুরনো ও পরীক্ষিত নেতৃত্বের উপরই আস্থা রাখল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক (স্টেট ইন-চার্জ) পদে সুনীল বনশলকেই বহাল রাখা হয়েছে।
বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন দেশের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য নতুন পর্যবেক্ষক এবং সহ-পর্যবেক্ষকদের নাম ঘোষণা করেন। সেই তালিকাতেই বাংলার দায়িত্বে বনশলের নাম রয়েছে।বাংলায় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বনশলের সঙ্গে তিনজন সহ-পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন লাল সিং আর্য, রাজেন্দ্র সিং এবং পিঙ্কি কুশওয়াহা। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সংগঠন বিস্তারে বনশলের ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই বাংলাতেও তাঁর কৌশলের উপর দল ভরসা রেখেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।এদিকে, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে অসমের সহ-পর্যবেক্ষক করা হয়েছে।
অসমে প্রধান পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা মঙ্গল পাণ্ডে।কেন্দ্রীয় স্তরেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বণ্টন হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি ইরানিকে হরিয়ানা ও ছত্তিসগড়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে তামিলনাড়ুর ইন-চার্জ হয়েছেন দলের সহ-সভাপতি রাম মাধব।উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব পেয়েছেন সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জগদীশ পটেল, মেধা কুলকার্নি, প্রদীপ বর্মা এবং আনন্দ ওঝা। মহারাষ্ট্রের দায়িত্ব পেয়েছেন বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা। তাঁর টিমে রয়েছেন অমিত মালব্য, সদানন্দ শেঠ তানাওয়াড়ে ও কমলজিৎ সেহরাওয়াত।দিল্লির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিনয় সহস্রবুদ্ধেকে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জাময়াং সেরিং নামগিয়াল ও দর্শনা জারদোস। জাতীয় মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া উইংয়ের সমন্বয়কারী হয়েছেন অনিল বালুনি। জাতীয় মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের কনভেনর করা হয়েছে আশিস ঊষা আগরওয়ালকে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 4

সম্পাদকীয়

২৩সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। বুধবার

বিষের বোতলে বুলডোজার

এক হাতে স্টিয়ারিং।সামনে সারি সারি বোতল।আর মুহূর্তের মধ্যে লোহার দাঁতের নীচে চূর্ণ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ টাকার বিষ।নিউটাউনের ইকো পার্কে বুধবারের দৃশ্যটা শুধুই প্রশাসনিক অভিযানের ছবি নয়। যেন নেশার অন্ধকার সাম্রাজ্যের দিকে ছুড়ে দেওয়া এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ বাংলার মাটিতে বেআইনি মাদকের ব্যবসা চলবে না। প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল বুলডোজারের নীচে ধ্বংস হয়েছে।আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩১ কোটি টাকা।তার আগে বালুরঘাটেও প্রায় ২০ কোটি টাকার বেআইনি কাফ সিরাপ ধ্বংসের কথা সামনে এসেছে। অর্থাৎ অভিযান একদিনের নয় বার্তাটাও নিছক কথার নয়।কিন্তু প্রশ্নটা আরও গভীর।এই বোতলগুলো এল কোথা থেকে? কারা আনল? কোন রাস্তা ধরে ঢুকল? কারা গুদাম বানাল? কারা পরিবহণ করল? কারা টাকা দিল? আর সবচেয়ে বড় কথা কারা বাংলার ঘরে ঘরে এই বিষ পৌঁছে দেওয়ার বাজার তৈরি করল?বুলডোজারের নীচে বোতল গুঁড়িয়ে দেওয়া সহজ।কঠিন হল সেই অদৃশ্য হাতগুলোকে খুঁজে বের করা যারা বোতলের গায়ে ওষুধের নাম লিখে তার ভিতরে তৈরি করে নেশার বাজার।নেশা কখনও শুধু নেশা নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অপরাধের অর্থনীতি।জড়িয়ে থাকে পাচারের নেটওয়ার্ক। জড়িয়ে থাকে যুবসমাজকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেওয়ার এক ভয়ংকর প্রবণতা। একটি বাড়ির দরজা দিয়ে যখন নেশা ঢোকে, তখন শুধু একজন মানুষ বদলায় না বদলে যায় গোটা সংসারের ছন্দ।একজন তরুণের চোখ থেকে হারিয়ে যায় স্বপ্ন। বাবার পকেট থেকে হারিয়ে যায় সঞ্চয়। মায়ের চোখে জমে ভয়। পরিবারে শুরু হয় অশান্তি। আর নেশার বাজার যত বাড়ে, ততই তার চারপাশে তৈরি হয় অপরাধের ছায়া।এই কারণেই 'নেশামুক্ত বাংলা'র লড়াইকে কেবল পুলিশের অভিযান হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি সামাজিক লড়াই। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার লড়াই।মুখ্যমন্ত্রী যে কড়া বার্তা দিয়েছেন, তার বাস্তব মূল্য তখনই তৈরি হবে যখন সেই বার্তা পৌঁছবে মাদক কারবারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। শুধু উদ্ধার করা মাল ধ্বংস করলে হবে না। যে চক্র এই ব্যবসা চালায়, তার অর্থের উৎস, সরবরাহের পথ, গুদাম, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ সবকিছুর উপর আঘাত হানতে হবে।আসাম থেকে মাদক-কারবারে অভিযুক্ত জাবেদ শামিমকে গ্রেফতারের কথা মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। তদন্তে যদি আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্কের যোগসূত্র সামনে আসে তবে সেই শৃঙ্খলের প্রতিটি কড়ি ধরে এগোনোই হবে আসল পরীক্ষা।কারণ মাদকের কোনও সীমানা নেই।আজ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বোতল যাচ্ছে, কাল অন্য পথ খুলে যেতে পারে। রাস্তা বদলাবে, গাড়ি বদলাবে, পাচারের কৌশল বদলাবে। তাই নজরদারিও বদলাতে হবে। পুলিশকে হতে হবে আরও প্রযুক্তিনির্ভর, আরও দ্রুত, আরও সমন্বিত।তবে এই লড়াইয়ের অন্য একটি মুখও আছে।যে তরুণ ইতিমধ্যেই নেশার জালে আটকে পড়েছে তাকে কি শুধু অপরাধী হিসেবে দেখব? নাকি তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব? মাদক কারবারির বিরুদ্ধে কঠোরতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আসক্ত মানুষের জন্য চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থাও সমান জরুরি।কারণ বোতল ভাঙলেই নেশা ভাঙে না।নেশা ভাঙতে হয় মানুষের ভিতর থেকে।সেখানে স্কুলের শিক্ষককে সতর্ক হতে হবে।অভিভাবককে সন্তানের আচরণে পরিবর্তন বুঝতে হবে। চিকিৎসককে পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রশাসনকে তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজকেও বলতে হবে 'এটা তোমার সমস্যা নয়' বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় শেষ।

ডিজিটাল লেনদেনে বাড়তি ফিগতি নাকি বাধার প্রাচীর ?

সুনীল মাইতি

সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে আজ নতুন করে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। গ্রামীণ চা- দোকানি থেকে শুরু করে বড় শহরের শপিং মল, সর্বত্রই ইউপিআই কিংবা প্লাস্টিক কার্ডের একক আধিপত্য। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক এবং সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের পেমেন্ট ইকোসিস্টেম বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। কিন্তু সম্প্রতি ডিজিটাল পেমেন্টের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বা সার্ভিস চার্জ প্রবর্তনের যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তা অর্থনীতির সাধারণ নীতি ও ডিজিটাল সার্বভৌমিকতার প্রেক্ষিতে কতটা প্রাসঙ্গিক? সংবাদপত্রের পাতায় উত্তর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক আলোচনা নয়; বরং এটি বড় মাপের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রশ্ন। রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতে একটি 'ক্যাশলেস' বা 'লেশ-ক্যাশ' সমাজ গড়ে তোলা।

কাগজের নোট ছাপানো তা সুরক্ষিত অবস্থায় দেশের কোণায় কোণায় পৌঁছে দেওয়া এবং পুরনো জরাজীর্ণ নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া -র তথ্য অনুযায়ী; ইউপিআই- এর মাধ্যমে মাসে কোটি কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে। ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মূল সুবিধাটি ছিল এর ন্যূনতম লেনদেন ব্যায়।এখন প্রশ্ন হলো ডিজিটাল লেনদেনের উপর যদি বাড়তি 'শুল্ক' বা 'সার্ভিস ফি' চাপানো হয় তবে তার প্রাসঙ্গিকতা বা যুক্তি কোথায়? বাণিজ্যিক ব্যাংক পেমেন্ট সেবাদাতা সংস্থাগুলির (যেমন পেটিএম, ফোনপে, গুগল পে ইত্যাদি) একটা দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। তাদের বক্তব্য, ডিজিটাল পেমেন্টের পরিকাঠামো বজায় রাখা, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করা, সার্ভার সামলানো এবং জালিয়াতি রোখার জন্য প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট শূন্য করে দেওয়ার পর থেকে সার্ভিস প্রোভাইডারদের আয়ের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। এই যুক্তি মানলে শুল্ক বসানো ব্যবসাবান্ধব বলে মনে হতে পারে।

তবে মুদ্রার অপর পিঠটি আরোও বেশি সংবেদনশীল। ভারতের ইউপিআই এবং অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে অভূতপূর্ব প্রসারের প্রধান কারণই ছিল এর 'বিনামূল্যে ব্যবহার করার সুবিধা'। বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা এবং প্রান্তিক মানুষ, যারা আগে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির বাইরে ছিলেন, তারা শুল্কহীন ব্যবস্থার কারণেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন। যদি প্রতিটি লেনদেনে অতিরিক্ত শুল্ক বা চার্জ আরোপ করা হয়, তবে অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বহু ব্যবহারকারী পুনরায় নগদ বা 'ক্যাশ' লেনদেনের দিকে ফিরে যাবেন।

যদি ছোট ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ আবার নগদ লেনদেনে ফেরত যান, তবে ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চিত আমানতের পরিমাণ কমতে পারে। পাশাপাশি, বাজারের সমান্তরাল বা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিধি বৃদ্ধি পাবে,যা কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবনতাকে উসকে দেয়। রিজার্ভ ব্যাংকের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল অর্থনীতির ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে লেনদেনের স্বচ্ছতা বা 'ট্রেসেবিলিটি' নিশ্চিত করা। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করলে সেই অর্জিত সাফল্য ধাক্কা খাওয়ার তীব্র ঝুঁকি থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের অর্থনীতির গতি ধরে রাখার জন্য আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেমেন্ট যদি কোন বাধা বা শুল্ক ছাড়াই এক হাত থেকে অন্য হাতে যায়, তবে বাজারে অর্থের আবর্তন বা 'ভেলোসিটি অফ মানি' দ্রুত হয়। লেনদেনের ওপর ছোট কোনো চার্জও যদি বসানো হয়; তবে তা মানুষের মানসিকতায় মনস্তাত্ত্বিক বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ক্ষুদ্র লেনদেনের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যেতে পারে,যার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়বে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র অর্থনীতিতে।তাছাড়া, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বা 'ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশ'-এর যে লক্ষ্য রিজার্ভ ব্যাংক স্থির করেছে,তার জন্য বিনামূল্যে ডিজিটাল পেমেন্ট একটি মূল অস্ত্র। দেশের বিরাট এক অংশের মানুষ এখন প্রথাগত ব্যাংক পরিষেবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন। বাড়তি শুল্ক তাদের মনে ডিজিটাল লেনদেনের নিরাপত্তা ও সচ্ছলতা নিয়ে বিরূপ ধারণা তৈরি করতে পারে। তাহলে সমাধান কোথায়? পেমেন্ট ইকো সিস্টেমের পরিকাঠামোগত ব্যয় মেটাতে শুল্ক চাপানোই কি একমাত্র পথ? মোটেই নয়। প্রথমত, ব্যাংকিং খাতের সুবিধা লক্ষ্য করা উচিত, কাগজের নোটের ব্যবহার কমায় ব্যাংকগুলির নগদ পরিচালনার যে বিপুল খরচ বাঁচছে,সেই অর্থ থেকে তারা অবকাঠামোগত ব্যয় মেটাতে পারে। দ্বিতীয়ত,সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে গঠিত 'পেমেন্ট ইনফোস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড -এর প্রসার ঘটিয়ে ফিনটেক সংস্থাগুলোকে ভর্তুকি বা অর্থনৈতিক সহায়তা দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা সরাসরি জনগণের ঘাড় শুল্কের বোঝা না চাপে। রিজার্ভ ব্যাংকের মূল কাজ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ,দ্রুত ও সুলভ অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা। যে দেশে ডিজিটাল পেমেন্টকে একটি সার্বজনীন জনসেবা বা 'পাবলিক গুড' হিসেবে দেখা হয়েছে; সেখানে বাণিজ্যবান্ধব সিদ্ধান্তের অজুহাতে অতিরিক্ত শুল্ক বসানো নীতিগতভাবে অসঙ্গত। ডিজিটাল পেমেন্ট এর ওপর ফি আরোপ করা অর্থনীতির বর্তমান গতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্ত করবে। ডিজিটাল ভারতের ভিত্তি মজবুত রাখতে হলে সাধারণ গ্রাহক ও ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য ইউপিআই সহ অন্যান্য পেমেন্ট মাধ্যমকে শুল্কমুক্ত রাখাই হবে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে আজ নতুন করে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। গ্রামীণ চা- দোকানি থেকে শুরু করে বড় শহরের শপিং মল, সর্বত্রই ইউপিআই কিংবা প্লাস্টিক কার্ডের একক আধিপত্য। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক এবং সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের পেমেন্ট ইকোসিস্টেম বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। কিন্তু সম্প্রতি ডিজিটাল পেমেন্টের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বা সার্ভিস চার্জ প্রবর্তনের যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে তা অর্থনীতির সাধারণ নীতি ও ডিজিটাল সার্বভৌমিকতার প্রেক্ষিতে কতটা প্রাসঙ্গিক? সংবাদপত্রের পাতায় উত্তর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক আলোচনা নয়; বরং এটি বড় মাপের সামাজিক- অর্থনৈতিক প্রশ্ন। রিজার্ভ ব্যাংকের আর্থিক কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতে একটি 'ক্যাশলেস' বা 'লেশ-ক্যাশ' সমাজ গড়ে তোলা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 5

সাইবার প্রতারণার শিকার দুই ব্যক্তি, আলিপুরদুয়ার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার টাকা

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আধুনিক সাইবার অপরাধের যুগে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। অনলাইন প্রতারণার শিকার হয়ে টাকা খোয়ানো দুই স্থানীয় বাসিন্দা পুলিশের বিশেষ তৎপরতায় তাঁদের পুরো অর্থ ফেরত পেলেন। আলিপুরদুয়ার সাইবার ক্রাইম থানার দ্রুত ও সঠিক প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপে উদ্ধার করা হয়েছে সর্বমোট ২৭, ৬১৩ টাকা, যা ইতোমধ্যেই আইনি প্রক্রিয়া মেনে ভুক্তভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে জেলা পুলিশে দুটি পৃথক অভিযোগ জমা পড়ে। এক ভুক্তভোগী ১০,২৭৯ টাকা এবং অপর জন ১৭,৩৩৪ টাকা সাইবার প্রতারকদের ফাঁদে পড়ে খুইয়েছিলেন। অভিযোগ হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই আলিপুরদুয়ার পুলিশের সাইবার বিশেষজ্ঞ দলটি

আধুনিক ট্র্যাকিং ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে তদন্তে নামে। সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়ায় প্রতারকদের অ্যাকাউন্ট ব্লক করে পুরো টাকাই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।নিজের কষ্টে উপার্জিত টাকা এত দ্রুত ফেরত পেয়ে জেলা পুলিশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভুক্তভোগীরা। এই ঘটনার পর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে পুনরায় সচেতন করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সাইবার অপরাধের শিকার হলে প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্রুত অভিযোগ জানানো অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি কোনো অচেনা লিঙ্কে ক্লিক করা বা ব্যাংকের ওটিপি এবং পিন অপরিচিত কারো সাথে শেয়ার না করার জন্য নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

মেমারিতে শতরূপের সভা বাতিল, ক্ষুব্ধ সিপিএম হাইকোর্টে

নয়া জামানা, মেমারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারির সাতগাছিয়া বাজার এলাকায় সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষের নির্ধারিত জনসভা শেষ মুহূর্তে বাতিল করল পুলিশ। অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতিত্ব ও রাজনৈতিক অভিসন্ধির অভিযোগ তুলেছে সিপিএম নেতৃত্ব। গত ৭ সেপ্টেম্বর সভা করার আবেদন জানানো হয়েছিল এবং ৯ সেপ্টেম্বর মৌখিকভাবে সম্মতি মেলেও, সভার ঠিক আগের দিন ২১ সেপ্টেম্বর হঠাৎ চিঠি দিয়ে অনুমতি বাতিল করা হয়।সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং আইনি পদক্ষেপ হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসনের দাবি;জনবহুল ও সংকীর্ণ বাজার এলাকায় বিশাল জমায়েত হলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

সেই কারণে সুরক্ষার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং আয়োজকদের বিকল্প স্থানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে শেষ মুহূর্তে পুলিশের এই অবস্থান বদল ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ইসলামপুরে রাজনৈতিক রদবদল, মোর্চায় ২০ পঞ্চায়েত সদস্য

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ নতুন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে এক বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটল। দার্জিলিংয়ে দলীয় প্রধান বিমল গুরুঙের উপস্থিতিতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন পঞ্চায়েত সমিতির ২০ জন সদস্য। এই গণ-দলবদলের ফলে এলাকার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন ও নতুন জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।৩৯টি আসন বিশিষ্ট ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর

উদ্যোগে ভোটাভুটির মাধ্যমে তৎকালীন সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। সেই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই এই বড় পরিবর্তন এল। মোর্চায় যোগ দেওয়া এই ২০ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন ১০ জন নির্দল, ৮ জন তৃণমূল কংগ্রেস, ১ জন কংগ্রেস এবং ১ জন বিজেপির সদস্য। বিমল গুরুঙের হাত ধরে এই চার দলের সদস্যদের একই পতাকার তলায় আসা স্থানীয় ক্ষমতার সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। একই সঙ্গে ২০ জন সদস্য দল বদল করায় ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির আগামী দিনের বোর্ড গঠন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে এই নতুন সমীকরণ কতটা নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গলমহলে লোধা-শবর ও বীরহড়দের করুণ দশা, অপুষ্টি ও চরম দারিদ্র্যে বিপন্ন জনজীবন

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে লোধা, শবর ও বীরহড়দের জীবনে চরম দারিদ্র্য ও অপুষ্টির ছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। সরকারি খাতায় এরা ‘বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী’ হিসেবে চিহ্নিত হলেও বাস্তবে মেলে না ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা। বাঁকুড়ার রানিবাঁধের জোভি গ্রামের ৭৬ বছরের বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় শবর জীর্ণ ত্রিপলের নিচে অনাহাবেদিন কাটাচ্ছেন। পাহাড়ের উপর জলের পাইপ বসানো হলেও তা স্রেফ ছবি তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, মেলে না পানীয় জল।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় প্রদীপ মল্লিক ও অন্যান্যদের অপুষ্টিতে মৃত্যুর ঘটনা জঙ্গলমহলের ভয়াবহ চিত্র সামনে এনেছে। এমনকি মৃতদেহের সৎকার করার মতো অর্থও পরিবারগুলোর কাছে থাকে না। পুরুলিয়ার বলরামপুরের হাড়জোড়া গ্রামেও কাজের অভাব, আবাসনহীনতা ও আধার কার্ড না থাকায় রেশন ও সরকারি পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।বীরহড়দের বাস পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে জঙ্গল থেকে কাঠ ও দড়ি তৈরি করে কোনোক্রমে সংসার চলে। অসুস্থতায় উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে গাছগাছড়াই একমাত্র ভরসা। কেন্দ্র সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেট বা নানা সরকারি প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও জঙ্গলমহলের প্রান্তিক মানুষদের ভাগ্য বদলায়নি। কাজ ও খাবারের অভাবে অপুষ্টি আর চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই দিন কাটছে তাঁদের।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে লোধা, শবর ও বীরহড়দের জীবনে চরম দারিদ্র্য ও অপুষ্টির ছায়া ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। সরকারি খাতায় এরা ‘বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী’ হিসেবে চিহ্নিত হলেও বাস্তবে মেলে না ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 6

নয়ারহাটে গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার ২৪ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার ১

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য পেল কোচবিহার জেলা পুলিশের সাহেবগঞ্জ থানা। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে দিনহাটা-২ ব্লকের নয়ারহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে আনুমানিক ২৪ কেজি অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মফিদুল হক (২৩) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বেআইনি নেশাজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। এর পরেই সাহেবগঞ্জ থানা ও নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। উদ্ধার হওয়া গাঁজা আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক

তদন্তে পুলিশের অনুমান, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি এলাকা হওয়ায় এই বিপুল পরিমাণ মাদক অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল।অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিও লাহমু ওয়াই ওয়াংদি, দিনহাটা থানার আইসি বুধাদিত্য রায়, সাহেবগঞ্জ থানার ওসি ধীমান কাজী এবং নয়ারহাট ফাঁড়ির ইনচার্জ নারোপা শেরপা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস কোথায় এবং এর পেছনে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রামপুরহাটে খাদ্য দফতরের হানায় বন্ধ ১৫ মিষ্টির দোকান

বীরভূম ঃ রামপুরহাটে পুজোর আগে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানের জেরে ১৫টি মিষ্টির দোকান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযানের নামে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের হেনস্থা করা হচ্ছে;এই অভিযোগ তুলে বুধবার সিউড়িতে জেলা শাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে ডেপুটেশন দিলেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা।ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে অভিযান চালাচ্ছেন এবং নানা কারণে ব্যবসায়ীদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

তাঁদের দাবি, পুজোর মরশুমে একসঙ্গে একাধিক দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, নিয়ম মেনে ব্যবসা করার পরেও অভিযানের সময় অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কাছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি তাঁরা গুরুত্ব সহকারে দেখেন, তবে অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করা প্রয়োজন।ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় পোদ্দার এবং রামপুরহাটের মিষ্টি ব্যবসায়ী বিকাশ কুমার মণ্ডল-সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা।এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পুজোর আগে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুধু ব্যবসায়ীরাই নন, কর্মচারীরাও সমস্যায় পড়ছেন।

টোটো উল্টে দুর্ঘটনা, মেলা দেখে ফেরার পথে মাদ্রাসা ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

নয়া জামানা, পতিরাম ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে মেলা দেখে ফেরার পথে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ১৫ বছর বয়সী মাদ্রাসা ছাত্র সাকিব সরকার। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে আরও ১০ জন। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ কুমারগঞ্জ থানার বাদ আঙ্গিনা মোড়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ীর আউসা পালশা ইসলামী মাদ্রাসায় হাফেজ পাঠরত সাকিব কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিল। সন্ধ্যাবেলা ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে মোট ১১ জন একটি টোটোতে চেপে তুলোটের মিলন মেলায় যায়। মেলা থেকে ফেরার সময় রাস্তার বেহাল দশা এবং অতিরিক্ত গতির কারণে টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়।দুর্ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় সাকিবকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়। বুধবার ময়নাতদন্ত শেষে কুমারগঞ্জের কাটলা গ্রামে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।এই অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও গোটা কাটলা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাকিবের বাবা নবিউল সরকার কান্নাভেজা কণ্ঠে জানান, বড় ছেলেকে এভাবে অকালে হারাতে হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ডাল্লা ঙ্গারহাট থেকে তুলোট মোড় পর্যন্ত বেহাল ৩ কিলোমিটার রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করা প্রয়োজন। রাস্তা ভালো থাকলে হয়তো এই করুণ পরিণতি হতো না।

চোপড়ার দেবিঝোড়ায় বর্ণাঢ্য করম উৎসব উদযাপন

উত্তর দিনাজপুর ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি অঞ্চলের দেবিঝোড়া চা বাগান এলাকার ৭ নম্বর মাঠে বুধবার নানা বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল করম উৎসব। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই এলাকায় ছিল উৎসবের আমেজ।আয়োজক কমিটির পক্ষে দীনেশ লাকরা ও নিমাই উড়াও জানান, এবারে তাঁদের করম উৎসবের ১৯তম বর্ষ। প্রতি বছরের মতো এবারও ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল, সাংসদ রাজু বিস্তার প্রতিনিধি রাকেশ

শা, বিজেপির চোপড়া ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা একাধিক আদিবাসী নৃত্যদল অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এলাকার দুঃস্থ বৃদ্ধা মহিলাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। করম উৎসবের পাশাপাশি এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা মালদায়, গ্রেফতার শাশুড়ি

নয়া জামানা, মালদা ঃ সন্দেহের বশে স্ত্রীকে বেদম মারধর করে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার মালদার হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর দেশওয়ালি পাড়ায়। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম প্রেমা গুপ্তা (২৪)। বর্তমানে তিনি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে তালপুকুর এলাকার বাসিন্দা মিঠুন সিংহের সঙ্গে প্রেমার বিয়ে হয়। তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে। প্রেমা বাসাবাড়িতে আয়ার কাজ করে সংসার চালাতেন। অভিযোগ, সেই উপার্জনের টাকা নিয়ে নেশা করতেন মিঠুন।

পাশাপাশি পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীর ওপর প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হতো। দীর্ঘদাম্পত্য অশান্তির পর আত্মীয়দের মধ্যস্থতায় দু'মাস আগেই ফের একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলেন তাঁরা।রবিবার কাজ সেরে বাড়ি ফিরতেই প্রেমার ওপর চড়াও হন মিঠুন। বেধড়ক মারধরের পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জখম অবস্থায় প্রেমা চিৎকার করে বেরিয়ে এলে প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মালদা

মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করা হয়।ঘটনায় গৃহবধূর পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত শাশুড়িকে গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত স্বামী মিঠুন এখনও পলাতক। অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার।

কান্দিজুড়ে ইন্দ্রপুজো,দেবতার আরাধনায় মেতে গ্রামবাসী

কান্দি ঃ আড়াই হাত বেল কাঠের উপর লম্বা বাঁশ পুঁতে বাঁশের মাথায় একটি ছাতা তৈরি করে বায়ুর দিক দেখা হয়। চাল কুমড়ো, পাঠা, কিন্দুরি ইত্যাদি বলি দিয়ে ইন্দ্রপূজা হয়। বর্তমান সময়ে ইন্দ্রপুজা তার জৌলুস হারালেও এখনো টিকে রয়েছে গ্রামেগঞ্জে। সূর্যের দক্ষিণায়ন এর ফলে শীতের সূচনা হয় এই দিন থেকেই।বুধবার ছিল ইন্দ্র দ্বাদশী।কান্দি মহকুমা আজও পালিত হয় ইন্দ্রদেবতার পুজো। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ও প্রচলিত উৎস অনুষ্ঠানের পালা পার্বণে যে নিবিড় সম্পর্ক আছে তা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইন্দ্রধ্বজের এই পুজার মধ্য দিয়ে। প্রচণ্ড নিম্নচাপের বৃষ্টি উপেক্ষা করে ধুমধামের সাথে এবারও কান্দি মহকুমা জুড়ে হয়েছে এই পুজো। আদিবাসী সমাজে আজও নানা নামে প্রচলিত আছে এই পুজো। বড়ঞার আন্দি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক জীতেন্দ্র নাথ ঘোষে জানিয়েছেন, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানাযায়, বহুকাল পূর্বে চেদিরাজা উপরিচল বসু এই উৎসব প্রবর্তন করেন। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। যাকে বলাহয় বামন দ্বাদশী বা ইন্দ্রদ্বাদশী। বহু পূর্ব ভারতের কোন কোন দেশীয় রাজা, সামন্ত রাজা, জমিদার বর্গ, পরিষদ বড়দের নিয়ে উৎসব করতেন। সেখানে প্রজারা সমবেত হতেন।

ভুবনজোড়া

২৩ সেপ্টেম্বর ।। ২০২৬

নয়া জামানা

সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যাচার, কড়া জবাব ভারতের

নয়া জামানা ঃ রাষ্ট্রসংঘে সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের চিঠির কড়া জবাব দিল ভারত। ইসলামাবাদ সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে চিঠি দিয়ে ভারতের চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করেছে। ওই চিঠিতে সালিশি আদালত-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ নয়াদিল্লির। ভারতের বক্তব্য, পাকিস্তান ওই সিদ্ধান্তের প্রকৃতি ও আইনি অবস্থানকে ভুলভাবে তুলে ধরছে।এদিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, পাকিস্তানের অভ্যাসই হল তথ্য বিকৃত করা এবং মিথ্যা প্রচার চালানো। তাঁর কথায়, তথাকথিত ওই রায় পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের রায় নয়, বরং একটি অবৈধভাবে গঠিত আদালতের সিদ্ধান্ত। ভারতের দাবি, সিন্ধু জলচুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করেই ওই আদালত গঠিত হয়েছে। তাই ভারত কখনও তার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি এবং কোনও কার্যক্রমেও অংশ নেয়নি। জয়সওয়াল আরও জানান, ওই সংস্থার ঘোষণার ভারতের সার্বভৌম সিদ্ধান্তের উপর কোনও প্রভাব নেই এবং ভারতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ারও ওই আদালতের নেই। ২০২৫ সালের এপ্রিলে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর পর ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। নয়াদিল্লি জানিয়েছিল, পাকিস্তান সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে সমর্থন সম্পূর্ণ বন্ধ না করা পর্যন্ত চুক্তি স্থগিত থাকবে।এরপর পাকিস্তান সালিশি প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হয়। গত ৩১ আগস্ট সংশ্লিষ্ট আদালত জানায়, সিন্ধু জলচুক্তি কার্যকর রয়েছে এবং ভারত একতরফাভাবে তা স্থগিত রাখতে পারে না। ভারত সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে জানায়, ওই আদালতের কোনও এখতিয়ার নেই।১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নদীর জল ব্যবহারের কাঠামো নির্ধারণ করে।পাকিস্তানের রাষ্ট্রসংঘমুখী চিঠি ঘিরে নতুন করে দুই দেশের কূটনৈতিক সংঘাতও প্রকাশ্যে এল। বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, এই ধরনের প্রচার বা তথাকথিত রায়ের ভিত্তিতে ভারতের প্রকল্প কিংবা সার্বভৌম সিদ্ধান্তে কোনও পরিবর্তন হবে না, কোনওভাবেই।

ভোটচুরি বিতর্কে কংগ্রেসকে পালটা নিশানা বিজেপির

নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্য নিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, গত ১০ মাসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশী অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বাদ দেওয়া, পুনর্বহাল এবং ভোটার-তালিকার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাঁদের আপত্তি ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।এই প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসার পর বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী নেতারা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের মধ্যে মতবিনিময় স্বাভাবিক। আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী সিদ্ধান্তগুলি ঐকমত্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হয়েছে।এবার বিরোধীদের অভিযোগের পালটা জবাব দিয়েছে বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠকে দলের সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গড়বড় রয়েছে এমন ধারণা তৈরি করা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাঁর অভিযোগ, ভোটচুরি নিয়ে বারবার প্রচার করে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা।পাত্র আরও দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করার অভিযোগ থাকলে তার নজির কংগ্রেস আমলেও ছিল। বিভিন্ন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনারের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আনুগত্যের অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হলে অতীতের ঘটনাগুলিও আলোচনায় আনা উচিত।

মানাসলুতে তুষারধসে প্রাণ গেল বাঙালি পর্বতারোহীর

নয়া জামানা ঃ নেপালের মাউন্ট মানাসলুতে ভয়াবহ তুষারধসে মৃত্যু হল এক বাঙালি পর্বতারোহীর। মৃতের নাম ধ্রুবজ্যোতি গুহ। কৃষ্ণনগরের কাঠুরিয়াপাড়ার বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতি কর্মসূত্রে জার্মানিতে থাকতেন। পর্বতারোহণের সময় তুষারধসে চাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সঙ্গে থাকা এক শেরপারও মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায়। আয়োজক সংস্থার তরফে দুই পর্বতারোহীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।আয়োজক সংস্থা মাকালু অ্যাডভেঞ্চারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহন লামসাল জানিয়েছেন, প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও ধ্রুবজ্যোতি এবং তাঁর শেরপা ক্যাম্প ২ থেকে আরও উঁচুতে ক্যাম্প ৩-এর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। শনিবার রাতে তাঁদের তাঁবুর উপরের অংশে আচমকাই ভয়াবহ তুষারধস নামে। তুষারের নীচে চাপা পড়ে যান দুজন।এর পর থেকেই ধ্রুবজ্যোতি ও তাঁর শেরপার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে উদ্ধারকারী দলকে ক্যাম্প ৩-এর দিকে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে প্রায় সাত ফুট বরফের নীচে চাপা অবস্থায় দুজনের দেহ উদ্ধার করেন উদ্ধারকারীরা।জানা গিয়েছে, একই সংস্থার আরও ছয় পর্বতারোহী

নেপালের মাউন্ট মানাসলুতে ভয়াবহ তুষারধসে মৃত্যু হল এক বাঙালি পর্বতারোহীর। মৃতের নাম ধ্রুবজ্যোতি গুহ। কৃষ্ণনগরের কাঠুরিয়াপাড়ার বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতি কর্মসূত্রে জার্মানিতে থাকতেন।

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্যাম্প ২ থেকেই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিরাপদে রয়েছেন। তবে ধ্রুবজ্যোতি ও তাঁর শেরপা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই আরও উপরের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তুষারধসের কবলে পড়েন।আয়োজক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাতে শেষবার ধ্রুবজ্যোতি ও তাঁর শেরপার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। তার পর তাঁদের কোনও খোঁজ না মেলায় উদ্ধারকারী দলকে ক্যাম্প ৩-এ পাঠানো হয়। বর্তমানে দুজনের দেহ বেস ক্যাম্পে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। আবহাওয়া অনুকূল হলে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে দেহ কাঠমান্ডুতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।এর আগে পৃথক ঘটনায় এক সিঙ্গাপুরের পর্বতারোহী এবং এক নেপালি গাইডের মৃত্যু হয়েছিল মানাসলুতে। ফলে চলতি পর্বতারোহণ মরশুমে মাউন্ট মানাসলুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার।সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,১৬৩ মিটার বা ২৬,৭৮১ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত মাউন্ট মানাসলু বিশ্বের অষ্টম সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। মানাসলু নামটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ থেকে যার অর্থ আত্মার পর্বত।

মায়াবতীর ইউটার্ন

বিএসপির জাতীয় আহ্বায়ক এবার ছোট ভাইপো ঈশান

নয়া জামানা,লখনউ ঃ বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র অন্দরে উত্তরাধিকার নিয়ে জল্পনার মধ্যেই ফের অবস্থান বদল করলেন দলীয় সুপ্রিমো মায়াবতী। বুধবার লখনউয়ে দলের জাতীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য সভাপতিদের বৈঠকের পর ছোট ভাইপো ঈশান আনন্দকে দলের জাতীয় আহ্বায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েক দিন আগেই অবশ্য মায়াবতী জানিয়েছিলেন, ভাই আনন্দ কুমারের দুই ছেলে আকাশ ও ঈশানকে কোনও রাজনৈতিক দায়িত্ব দেওয়া হবে না। পরে তিনি স্পষ্ট করেন, পরিবার থেকে কেবল ঈশানকেই সম্মানজনক দায়িত্ব দিয়ে এগিয়ে নেওয়া হবে। এ বার সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর হল।ঈশান, মায়াবতীর ভাই আনন্দ কুমারের ছোট ছেলে। তিনি আইন নিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করে লন্ডন থেকে দেশে ফিরেছেন। বুধবারের বৈঠকে বাবা আনন্দ কুমারের উপস্থিতিতেই তাঁর নতুন দায়িত্বের কথা জানানো হয়।এর আগে বড় ভাই আকাশ আনন্দকে দলের জাতীয় আহ্বায়ক এবং পরে জাতীয় সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন মায়াবতী। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তাঁকে পদ থেকে সরিয়েছেন। চলতি মাসেই আকাশকে দলের সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মায়াবতী আকাশের বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, আকাশের রাজনৈতিক আচরণ নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট এবং তাঁকে ফের দায়িত্ব দেওয়ার প্রশ্ন নেই।ঈশানের নিয়োগের আগে মায়াবতী ভাইজি দীপিকা আনন্দের নামও সামনে এনেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনে আনন্দ কুমারকে সহযোগিতা করতে দীপিকা দলে ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু পরে দীপিকাকেও দলীয় দায়িত্বের বাইরে রাখার কথা জানান।মায়াবতীর দাবি, আত্মীয়কে দায়িত্ব দেওয়া মানেই পরিবারতন্ত্র নয়। তাঁর বক্তব্য, পরিবারের কেউ যদি দলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চান, তবে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ায় আপত্তি থাকা উচিত নয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 23-09-2026 22:07 Page 8

কুস্তি ছেড়ে শুটিংয়ে এশিয়াডে জোড়া রুপো হিমাংশুর

নয়া জামানা ঃ পারিবারিক ঐতিহ্য মেনেই কুস্তিতে হাতেখড়ি হয়েছিল হিমাংশু ধিলোঁর। হরিয়ানার জিন্দের বাসিন্দা হিমাংশুর কাকা একজন অলিম্পিয়ান কুস্তিগির। তাই ছোটবেলায় আখড়াতেই শুরু হয়েছিল তাঁর ক্রীড়াজীবন। কিন্তু কুস্তি বেশিদিন মন টানেনি। মাত্র দুসপ্তাহ পরেই আখড়ার পাশের শুটিং রেঞ্জে পা রাখেন হিমাংশু। সেই সিদ্ধান্তই বদলে দেয় তাঁর জীবন। নাগোয়ায় এশিয়ান গেমসে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে টিম ইভেন্ট এবং ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো জিতে জোড়া পদকের মালিক হয়েছেন বছর কুড়ির এই শুটার।তবে হিমাংশুর আদর্শ শুটিং কিংবা কুস্তির কোনও তারকা নন। তাঁর প্রেরণা ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলি। অনলাইন সাক্ষাৎকারে হিমাংশু বলেন, বিরাট কোহলি আমার আদর্শ। ওঁর মানসিকতা, প্রাপ্তি, খেলার ধরণ এবং মাঠের বাইরের চরিত্র আমাকে আকর্ষণ করে। নিজের আদর্শের মতো দেশকে গর্বিত করাই তাঁর লক্ষ্য বলেও জানান তিনি।কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান হিমাংশুর কাছে শুটিং চালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। বন্দুক ও গুলির বিপুল খরচ নিয়ে প্রথমে সংশয়ে ছিলেন বাবা শামসের ধিলোঁ। পরে ছেলের সাফল্যে বদলে যায় তাঁর মনোভাব।ফাইনালের চাপ সামলাতেও কঠিন লড়াই করতে হয়েছে হিমাংশুকে। কোচ ও মনোবিদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল রপ্ত করেন তিনি। হিমাংশুর কথায়, ফাইনালের আগে চিন্তা তাঁকে গ্রাস করলেও প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে নিজেকে শান্ত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত ফাইনালের ছাড়পত্র পান। তাঁর এই সাফল্যে পারিবারিক ঐতিহ্যের বাইরে নিজের পথ বেছে নেওয়ার গল্পও নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এশিয়াডে রুপো মীরাবাইয়ের অভিনন্দন মোদির

নয়া জামানা ঃ অবশেষে পূর্ণ হল মীরাবাই চানুর ট্রফি ক্যাবিনেট। অলিম্পিক্সে রুপো, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা এবং কমনওয়েলথ গেমসে একাধিক সাফল্যের পর এশিয়ান গেমসের পদকও এল তাঁর ঝুলিতে। বুধবার জাপানের নাগোয়ায় মহিলাদের ৪৯ কেজি ভারোত্তোলনে রুপো জিতে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটালেন মণিপুরের তারকা ভারোত্তোলক। ১৯৯৮ সালের ব্যাংকক এশিয়াডে কর্ণম মল্লেশ্বরীর রুপোর পর এই প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারোত্তোলন থেকে পদক পেল ভারত। ফলে ২৮ বছরের অপেক্ষাও শেষ হল।চানু স্ন্যাচে ৮৭ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১১ কেজি তুলে মোট ১৯৮ কেজি ওজন তোলেন। এই পারফরম্যান্স তাঁকে রুপো এনে দেয়। ২১৫ কেজি তুলে সোনা জেতেন উত্তর কোরিয়ার রি সং-গুম। ইন্দোনেশিয়ার লুলুক দিয়ানি ত্রি উইজায়ানা ১৯১ কেজি তুলে ব্রোঞ্জ পান। রি-র এই সোনা এশিয়ান গেমসে তাঁর তৃতীয় স্বর্ণপদক।এশিয়াডে চানুর পথচলাও সহজ ছিল না। ২০১৪ সালের ইনচন গেমসে নবম হয়েছিলেন। চোটের কারণে ২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়াডে অংশ নিতে পারেননি। ২০২৩ সালের হাংঝৌ গেমসে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিলেন। অবশেষে চতুর্থবারের চেষ্টায় এল কাঙ্ক্ষিত পদক।এই রুপোর মাধ্যমে কর্ণম মল্লেশ্বরীর পর দ্বিতীয় ভারতীয় ভারোত্তোলক হিসেবে অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ের নজির গড়লেন চানু। ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছেন তিনি।চানুর সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স-এ তিনি চানুর অদম্য সংকল্প ও ধারাবাহিকতার প্রশংসা করে বলেন, ভারত তাঁর জন্য গর্বিত।এই সাফল্য ২০২৮ অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনের পথেও গুরুত্বপূর্ণ। টোকিও অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী চানু বিশ্বমঞ্চে ভারতের অন্যতম সফল ভারোত্তোলক। একসময় যে এশিয়াড পদক অধরা ছিল, বুধবার সেই আক্ষেপও মুছে গেল।

আইএফএ শিল্ডে সবুজ-মেরুন ঝড়

শ্রীনিধিকে গোলে উড়িয়ে শুরু মোহনবাগানের

নয়া জামানা ঃ কলকাতা লিগ জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই আইএফএ শিল্ডে দুর্দান্ত শুরু করল মোহনবাগান। বুধবার শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকানকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল সবুজ-মেরুন। একতরফা এই জয়ে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল মোহনবাগানের হাতে।ম্যাচের আগে কলকাতা লিগ জয়ের উদযাপনে ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করেন মোহনবাগান কর্তারা। ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। এরপর মাঠের লড়াইয়ে সেই উৎসবের আবহ আরও জমিয়ে দেন পানোস দিলেমপেরিসের ছেলেরা।জাতীয় শিবিরে থাকায় আপুইয়া, মনবীর সিং, মেহতাব সিং, অভিষেক সিং, সাহাল আবদুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা ছিলেন না। চোটের কারণে ছিলেন না সমীর জেলকোভিচও। তবু জেমি ম্যাকলারেন, আলবার্তো রডরিগেজ, দেজন দ্রাজিচ, মিগুয়েল ফিগুয়েরা, লিস্টন কোলাসো ও ছাংতে লিস্টনদের নিয়ে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেন পানোস।৮ মিনিটে দূরপাল্লার দুরন্ত শটে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন অভিষেক সূর্যবংশী। ৪৪ মিনিটে শুভাশিস বসুর থ্রু থেকে মিগুয়েলের বাড়ানো বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ছাংতে। বিরতির পর ৫২ মিনিটে ম্যাকলারেনের সেন্টার থেকে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ছাংতে। ৫৭ মিনিটে লিস্টন ও মিগুয়েলের যুগলবন্দিতে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি।শেষদিকে একাধিক পরিবর্তন আনেন পানোস। ৮১ মিনিটে ছাংতের বাড়ানো বল থেকে কিয়ানের মাইনাসে সন্দীপ মালিক গোল করে স্কোর ৫-০ করেন। মিনিটখানেক পর ছাংতের ক্রস থেকে হেডে গোল করে সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেকেই গোলের খাতা খোলেন স্কটিশ তারকা লি এরউইন। ছাংতের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি মিগুয়েলের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্স ও এরউইনের গোল মোহনবাগানের বড় প্রাপ্তি। বৃষ্টিভেজা মাঠেও দলের ছন্দে কোনও ছেদ পড়েনি। রক্ষণ থেকে আক্রমণ;দুই বিভাগেই শ্রীনিধির উপর চাপ বজায় রাখে তারা। ম্যাচের শেষ বাঁশি পর্যন্ত গোলের ক্ষুধা ধরে রেখে বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে সবুজ-মেরুন। পরের ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান।

আইএসএলের লক্ষ্যে গোকুলামের নতুন গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী

নয়া জামানা ঃ আই-লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) জায়গা করে নিতে মরিয়া গোকুলাম কেরালা এফসি। সেই লক্ষ্যেই দলকে শক্তিশালী করতে একের পর এক নতুন ফুটবলার ও কোচিং স্টাফকে দলে নিচ্ছে কেরালার ক্লাবটি। দলের নতুন গোলকিপার কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার সন্দীপ নন্দীকে। ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি।ঘরোয়া ফুটবলে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে সন্দীপের। কলকাতা লিগে পিয়ারলেসের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। এবার গোকুলামের গোলকিপারদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। নতুন মরশুমের আগে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দলের রক্ষণভাগকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য গোকুলাম কর্তাদের।শুধু কোচিং স্টাফ নয়, দল গঠনেও একাধিক চমক দিয়েছে কেরালার ক্লাব। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী রামসাঙ্গা ও সার্থক গোলুই গোকুলামে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি গত মরশুমে ডায়মন্ডহারবার এফসিতে খেলা দুই বিদেশি ফুটবলার হুগো দিয়াজ ও মিকেল কোর্তেজারকেও দলে নিয়েছে তারা। ফলে দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের মিশেলে শক্তিশালী স্কোয়াড গড়ার চেষ্টা চলছে।

অস্ট্রেলিয়াকে হারাল ভারতীয় যুব দল

নয়া জামানা ঃ বাপ কা বেটা, সিপাহিকা ঘোড়া কথাটা যেন বেশ মানিয়ে যাচ্ছে বীরেন্দ্র সেওয়াগের পুত্র আর্যবীরের সঙ্গে। বাবার মতোই ব্যাট হাতে আগ্রাসী মেজাজে নজর কাড়ছেন তিনি। অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে ৪৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন আর্যবীর। মাত্র ৪৭ রানের ইনিংসেই মেরেছেন নটি চার। তাঁর পাশাপাশি যশবর্ধন চৌহানের শতরান এবং ভিকে বিনীথের ৮৭ রানের সুবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বড় জয় তুলে নিল ভারত। এই জয়ের ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের দখলে নিল যুব ভারত।রাজকোটে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৪১ রান তোলে তারা। শুরু থেকেই ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটে চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণ। আর্যবীরের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পর যশবর্ধন ও বিনীথের দুরন্ত ব্যাটিং ভারতকে বড় রানের ভিত গড়ে দেয়। যশবর্ধন একাই করেন দুর্দান্ত শতরান। বিনীথের ব্যাট থেকে আসে ৮৭ রান।৩৪২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ৪১.১ ওভারে মাত্র ২৩৯ রানে অল আউট হয়ে যায় তারা। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অধিনায়ক জ্যাক কোজনেক সর্বোচ্চ ৮১ রান করেন। তবে তাঁর লড়াই দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারেনি।ব্যাট হাতে শতরান করার পর বল হাতেও কার্যকর ভূমিকা নেন যশবর্ধন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দু'টি উইকেট তুলে নেন তিনি। ব্যাট ও বল; দুই বিভাগেই অবদানের সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন যশবর্ধন।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিশ্চিত করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।